

FEATURED

উপজলো সর্বাসথ্য কমপলকেসে নওয়া হল কবতবযরত চকিহিসক আনওয়ার হোসেনকে মৃত ঘোষণা করনে।

নহিতরে স্ত্রী মনোমনো বগেম অভয়িগ করনে, তাঁর স্বামী দীর্ঘদনি আত্মগোপনে ছিলনে। বাড়তি ফরোর খবর পয়ে রাত সাড়ে ৩টার দিকে সাবকে ইউপিসিদস্য ফরিগেজরে নতৃতবে একদল লোক তাঁদরে বাড়তি হামলা চালায়।

তবে এ অভয়িগরে বসিয়ে অভয়িক্ত ফরিগেজরে বক্তব্য তাৎক্ষণিকিভাবে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আনওয়ার হোসনে দীর্ঘদনি আওয়ামী যুবলীগরে রাজনীতরি সঙ্গে যুক্ত ছিলনে। ২০২৪ সালরে ৫ আগস্টরে পর তিনি এলাকায় ছিলনে না বলে পরিবাররে পক্ষ থেকে দাবিকরা হয়েছে। ওই সময় তাঁর বাড়তি হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগরে ঘটনাও ঘটছিলি বলে স্বজনরা জানান।

স্থানীয় কয়েকজনরে ভাষ্য, দীর্ঘদনিরে রাজনৈকি বরিোধ, পূর্বশত্রুতা ও এলাকায় আধিপিত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আনওয়ার হোসনেরে সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষরে বরিোধ ছিলি। তবে এসব বরিোধরে কোনটি হত্যাকাণ্ডরে পছনে ভূমিকা রেখেছে এবং কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়তি, তা তদন্তরে পরই নশ্চতি হওয়া যাবে।

এদকি আনওয়ার হোসনেরে বিরুদ্ধে অতীতে অবধৈ ড্রজোর ও মাটি ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বরিোধে জড়ানোর অভয়িগও রয়েছে। ২০২৩ সালে অবধৈ ড্রজোররে বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে মুরাদনগর উপজলো সহকারী কমশিনার (ভূমি)-এর গাড়তি হামলার অভয়িগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে। তবে ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলি, তা তাৎক্ষণিকিভাবে নশ্চতি হওয়া যায়নি।

বাঙরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিউল আলম বলেন, প্রাথমিকিভাবে পূর্বশত্রুতার জরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নহিতরে মরদহে ময়নাতদন্তরে জন্য কুমলিলা মডেকিলে কলজে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডরে সঙ্গে জড়তিদরে শনাক্ত ও গ্রপ্তারে পুলশিরে অভিযান অব্যাহত আছে।

ঘটনার পর উত্তর পনেই এলাকায় উত্তজেনা ও আতঙ্ক বরাজ করছে। হত্যাকাণ্ডরে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং জড়তিদরে দ্রুত আইনরে আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

TAGS: [মুরাদনগর](#) [কুমলিলা](#) [রাজনীতি](#) [পুলিশ](#)